চতুর্দশ অধ্যায়

উর্বশীর দ্বারা মোহিত রাজা পুরূরবা

এই চতুর্দশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করে বলা হয়েছে—সোম বৃহস্পতির পত্নী তারাকে অপহরণ করে এবং তাঁর গর্ভে বুধের জন্ম হয়। বুধ থেকে পুরূরবার জন্ম হয়, এবং পুরূরবা থেকে উর্বশীর গর্ভে আয়ু প্রমুখ ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়।

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, এবং অত্রির পুত্র ঔষধি ও নক্ষত্রের অধিপতি সোম। সোম সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জয় করেন এবং অত্যন্ত গর্বান্বিত হয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে অপহরণ করেন। তার ফলে দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে প্রবল সংগ্রাম হয়। ব্রহ্মা তখন সোমের কাছ থেকে তারাকে উদ্ধার করে তাঁর পতি বৃহস্পতির কাছে প্রত্যর্পণ করেন এবং তার ফলে সেই যুদ্ধ শান্ত হয়। তারার গর্ভে সোমের বুধ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং ইলা থেকে বুধের ঐল বা পুরূরবা নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। উর্বশী পুরূরবার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কিছুকাল তাঁর সঙ্গে বাস করেন, কিন্তু উর্বশী যখন পুরূরবার সঙ্গ ত্যাগ করেন, তখন পুরূরবা উন্মত্তপ্রায় হন। সারা পৃথিবী পর্যটন করার সময় কুরুক্ষেত্রে উর্বশীর সঙ্গে পুনরায় তাঁর সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু উর্বশী বছরে কেবল এক রাত্র পুরূরবার সঙ্গে সহবাস করতে সম্মত হন।

এক বছর পর পুরূরবা কুরুক্ষেত্রে উর্বশীকে দেখতে পেয়ে পরমানন্দে তাঁর সঙ্গে এক রাত্রি যাপন করেন, কিন্তু যখন তাঁর স্মরণ হয় যে, উর্বশী পুনরায় তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন, তখন তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। উর্বশী পুরূরবাকে গন্ধর্বদের উপাসনা করার পরামর্শ দেন। পুরূরবার প্রতি প্রসন্ন হয়ে গন্ধর্বেরা তাঁকে অগ্নিস্থালী নামক এক কন্যা প্রদান করেন। পুরূরবা অগ্নিস্থালীকে উর্বশী বলে ভুল করেন, কিন্তু তিনি যখন বনে বনে বিচরণ করছিলেন, তখন তাঁর ভ্রম দূর হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গ ত্যাগ করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সারা রাত উর্বশীর ধ্যান করে, তিনি তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করতে মনস্থ করেন। তারপর তিনি যেই স্থানে অগ্নিস্থালীকে পরিত্যাগ করেছিলেন সেই জায়গায় গিয়ে দেখেন যে, সেখানে একটি শমী বৃক্ষের গর্ভে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের

উৎপত্তি হয়েছে। পুরূরবা সেই বৃক্ষ থেকে দুটি অরণি নির্মাণ করে অগ্নি উৎপন্ন করেন। এই অগ্নির দ্বারা সমস্ত কামবাসনা সিদ্ধ হয়। এই অগ্নি পুরূরবার পুত্ররূপে কল্পিত হয়। সত্যযুগে হংস নামে কেবল একটি বর্ণ ছিল; তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণবিভাগ ছিল না। ওঁকার বা প্রণবই ছিল বেদ। তখন বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা হত না, কারণ একমাত্র ভগবানই ছিলেন উপাস্য।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথাতঃ শ্রূয়তাং রাজন্ বংশঃ সোমস্য পাবনঃ ।
যস্মিন্নৈলাদয়ো ভূপাঃ কীর্ত্যন্তে পুণ্যকীর্তয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—এখন (সূর্যবংশের বিবরণ শ্রবণ করার পর); **অতঃ**—অতএব; **শ্রূয়তাম্**—আমার কাছে শ্রবণ করুন; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **বংশঃ**—বংশ; **সোমস্য**—চন্দ্রদেবের; **পাবনঃ**—পবিত্রকারী; **যস্মিন্**—যেই বংশে; **ঐল-আদয়ঃ**—ঐল (পুরূরবা) প্রমুখ; **ভূপাঃ**—রাজাগণ; **কীর্ত্যন্তে**—বর্ণিত হয়েছেন; **পুণ্য-কীর্তয়ঃ**—পবিত্র যশস্বী ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—হে রাজন্, আপনি সূর্যবংশের বিবরণ শ্রবণ করলেন, এখন পরম পবিত্র চন্দ্রবংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। এই চন্দ্রবংশে পুণ্যকীর্তি ঐল (পুরূরবা) প্রভৃতি রাজাদের মহিমা কীর্তিত হয়েছে।

শ্লোক ২

সহস্রশিরসঃ পুংসো নাভিহ্রদসরোরুহাৎ ।
জাতস্যাসীৎ সুতো ধাতুরত্রিঃ পিতৃসমো গুণৈঃ ॥ ২ ॥

সহস্র-শিরসঃ—সহস্র মস্তক সমন্বিত; **পুংসঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর); **নাভি-হ্রদ-সরোরুহাৎ**—নাভিরূপ সরোবর থেকে উৎপন্ন পদ্ম থেকে; **জাতস্য**—যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন; **আসীৎ**—ছিলেন; **সুতঃ**—পুত্র; **ধাতুঃ**—ব্রহ্মার; **অত্রিঃ**—অত্রি নামক; **পিতৃ-সমঃ**—তাঁর পিতার মতো; **গুণৈঃ**—গুণসম্পন্ন।

অনুবাদ

সহস্রশীর্ষা পুরুষ নামক গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিসরোবর হতে উদ্ভূত পদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, যিনি তাঁর পিতার মতোই গুণবান ছিলেন।

শ্লোক ৩

তস্য দৃগ্‌ভ্যোঽভবৎ পুত্রঃ সোমোঽমৃতময়ঃ কিল ।
বিপ্রৌষধ্যুড়ুগণানাং ব্রহ্মণা কল্পিতঃ পতিঃ ॥ ৩ ॥

তস্য—তাঁর, ব্রহ্মার পুত্র অত্রির; **দৃগ্‌ভ্যঃ**—আনন্দাশ্রু থেকে; **অভবৎ**—জন্ম হয়েছিল; **পুত্রঃ**—একটি পুত্র; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **অমৃতময়ঃ**—স্নিগ্ধ কিরণ সমন্বিত; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণদের; **ওষধি**—ঔষধির; **উড়ুগণানাম্**—এবং নক্ষত্রদের; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **কল্পিতঃ**—নিযুক্ত; **পতিঃ**—অধিপতি।

অনুবাদ

অত্রির আনন্দাশ্রু থেকে স্নিগ্ধ কিরণ সমন্বিত সোম বা চন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তাঁকে ব্রাহ্মণ, ঔষধি এবং নক্ষত্রদের অধিপতিরূপে নিযুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক বর্ণনা অনুসারে সোম বা চন্দ্রদেবের উৎপত্তি হয়েছিল ভগবানের মন থেকে (*চন্দ্রমা মনসো জাতঃ*)। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অত্রির অশ্রু থেকে সোমের জন্ম হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন এই বিবরণটি পরস্পর বিরুদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, কারণ চন্দ্রের এই জন্ম হয়েছিল অন্য কল্পে। আনন্দের ফলে যখন চোখে জল আসে, সেই অশ্রু স্নিগ্ধ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *দৃগ্‌ভ্য আনন্দাশ্রুভ্য অত এবামৃতময়ঃ*—"এখানে *দৃগ্‌ভ্যঃ* শব্দটির অর্থ 'আনন্দাশ্রু'। তাই চন্দ্রদেবকে বলা হয় *অমৃতময়ঃ*, 'স্নিগ্ধ রশ্মি সমন্বিত'।" *শ্রীমদ্ভাগবতের* চতুর্থ স্কন্ধে (৪/১/১৫) এই শ্লোকটি পাওয়া যায়—

অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীঞ্জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্ ।
দত্তং দুর্বাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্ ॥

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অত্রি ঋষির পত্নী অনসূয়ার গর্ভে সোম, দুর্বাসা এবং দত্তাত্রেয়—এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। কথিত আছে যে, অত্রির অশ্রুর দ্বারা অনসূয়া গর্ভবতী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

সোঽযজদ্ রাজসূয়েন বিজিত্য ভুবনত্রয়ম্ ।
পত্নীং বৃহস্পতের্দর্পাৎ তারাং নামাহরদ্ বলাৎ ॥ ৪ ॥

সঃ—তিনি, সোম; **অযজৎ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **রাজসূয়েন**—রাজসূয় যজ্ঞ; **বিজিত্য**—জয় করে; **ভুবন-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন, (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল); **পত্নীম্**—পত্নী; **বৃহস্পতেঃ**—দেবগুরু বৃহস্পতির; **দর্পাৎ**—গর্বের ফলে; **তারাম্**—তারা; **নাম**—নামক; **অহরৎ**—হরণ করেছিলেন; **বলাৎ**—বলপূর্বক।

অনুবাদ

ত্রিভুবন (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাললোক) জয় করে সোম রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। অত্যন্ত দর্পের ফলে তিনি বৃহস্পতির পত্নী তারাকে বলপূর্বক হরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

যদা স দেবগুরুণা যাচিতোঽভীক্ষ্ণশো মদাৎ ।
নাত্যজৎ তৎকৃতে জজ্ঞে সুরদানববিগ্রহঃ ॥ ৫ ॥

যদা—যখন; **সঃ**—তিনি (সোম, চন্দ্রদেব); **দেব-গুরুণা**—দেবগুরু বৃহস্পতির দ্বারা; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত; **অভীক্ষ্ণশঃ**—বার বার; **মদাৎ**—গর্ববশত; **ন অত্যজৎ**—ত্যাগ করেননি; **তৎ-কৃতে**—সেই কারণে; **জজ্ঞে**—হয়েছিল; **সুর-দানব**—দেবতা এবং দানবদের মধ্যে; **বিগ্রহঃ**—যুদ্ধ।

অনুবাদ

দেবগুরু বৃহস্পতির পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও সোম গর্ববশত তারাকে ফিরিয়ে দেননি। তার ফলে দেবতা এবং দানবদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।

শ্লোক ৬

শুক্রো বৃহস্পতের্দ্বেষাদগ্রহীৎ সাসুরোড়ুপম্ ।
হরো গুরুসুতং স্নেহাৎ সর্বভূতগণাবৃতঃ ॥ ৬ ॥

শুক্রঃ—শুক্র নামক দেবতা; **বৃহস্পতেঃ**—বৃহস্পতিকে; **দ্বেষাৎ**—শত্রুতাবশত; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **স-অসুর**—অসুরগণ সহ; **উড়ুপম্**—চন্দ্রদেবের পক্ষ;

হরঃ—শিব; **গুরু-সুতম্**—গুরুদেবের পুত্রের পক্ষ; **স্নেহাৎ**—স্নেহবশত; **সর্ব-ভূতগণ-আবৃতঃ**—সমস্ত ভূত-প্রেত পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

বৃহস্পতির প্রতি শুক্রের শত্রুতাবশত শুক্র অসুরগণ সহ চন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু শিব তাঁর গুরুর পুত্রের প্রতি স্নেহবশত সমস্ত ভূত-প্রেত পরিবৃত হয়ে বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

তাৎপর্য

চন্দ্রদেব যদিও একজন দেবতা, তবুও দেবতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি অসুরদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। বৃহস্পতির প্রতি শত্রুতাবশত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শুক্র চন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। বৃহস্পতির প্রতি স্নেহপরায়ণ শিব বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার কাছ থেকে শিব জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই শিব বৃহস্পতির প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং সেই যুদ্ধে তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করেছেন, *অঙ্গিরস্যঃ সকাশাৎ প্রাপ্তবিদ্যো হর ইতি প্রসিদ্ধঃ* —"শিব অঙ্গিরার কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই কথা সুবিদিত।"

শ্লোক ৭

সর্বদেবগণোপেতো মহেন্দ্রো গুরুমন্বয়াৎ ।
সুরাসুরবিনাশোঽভূৎ সমরস্তারকাময়ঃ ॥ ৭ ॥

সর্ব-দেব-গণঃ—সমস্ত দেবতাদের দ্বারা; **উপেতঃ**—মিলিত; **মহেন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **গুরুম্**—তাঁর গুরুর; **অন্বয়াৎ**—অনুগামী হয়েছিলেন; **সুর**—দেবতাদের; **অসুর**—এবং অসুরদের; **বিনাশঃ**—বিনাশকারী; **অভূৎ**—হয়েছিল; **সমরঃ**—এক যুদ্ধ; **তারকাময়ঃ**—বৃহস্পতির পত্নী তারার নিমিত্ত।

অনুবাদ

সমস্ত দেবতাগণ সহ ইন্দ্র বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এইভাবে বৃহস্পতির পত্নী তারার নিমিত্ত দেবতা এবং অসুর বিনাশকারী এক মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

শ্লোক ৮

নিবেদিতোঽথাঙ্গিরসা সোমং নির্ভর্ৎস্য বিশ্বকৃৎ ।
তারাং স্বভর্ত্রে প্রাযচ্ছদন্তর্বত্নীমবৈৎ পতিঃ ॥ ৮ ॥

নিবেদিতঃ—নিবেদন করা হলে; **অথ**—এইভাবে; **অঙ্গিরসা**—অঙ্গিরা মুনির দ্বারা; **সোমম্**—চন্দ্রদেবকে; **নির্ভর্ৎস্য**—কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন; **বিশ্বকৃৎ**—ব্রহ্মা; **তারাম্**—বৃহস্পতির পত্নী তারাকে; **স্ব-ভর্ত্রে**—তাঁর পতির কাছে; **প্রাযচ্ছৎ**—প্রদান করেছিলেন; **অন্তর্বত্নীম্**—গর্ভবতী; **অবৈৎ**—বুঝতে পেরেছিলেন; **পতিঃ**—পতি (বৃহস্পতি)।

অনুবাদ

অঙ্গিরা ব্রহ্মার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলে, ব্রহ্মা চন্দ্রদেব সোমকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন, এবং তারাকে তাঁর পতির হস্তে প্রদান করেছিলেন। বৃহস্পতি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা গর্ভবতী।

শ্লোক ৯

ত্যজ ত্যজাশু দুষ্প্রজ্ঞে মৎক্ষেত্রাদাহিতং পরৈঃ ।
নাহং ত্বাং ভস্মসাৎ কুর্যাং স্ত্রিয়ং সান্তানিকেঽসতি ॥ ৯ ॥

ত্যজ—ত্যাগ কর; **ত্যজ**—ত্যাগ কর; **আশু**—এক্ষুণি; **দুষ্প্রজ্ঞে**—মূর্খ রমণী; **মৎক্ষেত্রাৎ**—আমার আধানযোগ্য গর্ভ থেকে; **আহিতম্**—উৎপন্ন হয়েছে; **পরৈঃ**—অন্যের দ্বারা; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **ভস্মসাৎ**—ভস্মীভূত; **কুর্যাম্**—করব; **স্ত্রিয়ম্**—কারণ তুমি একজন রমণী; **সান্তানিকে**—সন্তানার্থী; **অসতি**—ব্যভিচারিণী।

অনুবাদ

বৃহস্পতি বললেন—ওরে মূর্খ রমণী! আমার আধান যোগ্য ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা গর্ভ স্থাপিত হয়েছে। এক্ষুণি তুমি সেই সন্তান প্রসব কর! আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, সেই সন্তান প্রসব করলে আমি তোমাকে ভস্মীভূত করব না। আমি জানি যদিও তুমি অসতী, তবুও তুমি সন্তানার্থী। তাই, আমি তোমাকে দণ্ডদান করব না।

তাৎপর্য

তারার বিবাহ হয়েছিল বৃহস্পতির সঙ্গে, অতএব একজন সতী স্ত্রীরূপে তাঁর কর্তব্য ছিল বৃহস্পতির বীর্য ধারণ করা। কিন্তু তা না করে তিনি সোমদেবের বীর্য ধারণ করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি ছিলেন অসতী। বৃহস্পতি যদিও তারাকে ব্রহ্মার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, তবুও যখন তিনি দেখেছিলেন যে তিনি গর্ভবতী, তখন তিনি চেয়েছিলেন তিনি যেন তৎক্ষণাৎ সেই পুত্র প্রসব করেন। তারা অবশ্যই তাঁর পতির ভয়ে অত্যন্ত ভীতা হয়েছিলেন এবং তিনি মনে করেছিলেন যে, সন্তান প্রসব করার পর তিনি তাঁকে দণ্ডদান করবেন। কিন্তু বৃহস্পতি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে দণ্ডদান করবেন না। কারণ তিনি অসতী হলেও এবং অবৈধভাবে গর্ভবতী হলেও তিনি ছিলেন সন্তানার্থী।

শ্লোক ১০

তত্যাজ ব্রীড়িতা তারা কুমারং কনকপ্রভম্ ।
স্পৃহামাঙ্গিরসশ্চক্রে কুমারে সোম এব চ ॥ ১০ ॥

তত্যাজ—প্রসব করেছিলেন; **ব্রীড়িতা**—অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে; **তারা**—বৃহস্পতির পত্নী তারা; **কুমারম্**—কুমার; **কনক-প্রভম্**—স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্ট; **স্পৃহাম্**—অভিলাষ; **আঙ্গিরসঃ**—বৃহস্পতি; **চক্রে**—পড়েছিলেন; **কুমারে**—কুমারকে; **সোমঃ**—চন্দ্রদেব; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—বৃহস্পতির আদেশে তারা অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে তখন স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্ট একটি কুমার প্রসব করেছিলেন। বৃহস্পতি এবং চন্দ্রদেব উভয়েরই সেই সুন্দর শিশুটির প্রতি স্পৃহা জন্মেছিল।

শ্লোক ১১

মমায়ং ন তবেত্যুচ্চৈস্তস্মিন্ বিবদমানয়োঃ ।
পপ্রচ্ছুর্ঋষয়ো দেবা নৈবোচে ব্রীড়িতা তু সা ॥ ১১ ॥

মম—আমার; **অয়ম্**—এই (পুত্র); **ন**—না; **তব**—তোমার; **ইতি**—এইভাবে; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **তস্মিন্**—শিশুটির জন্য; **বিবদমানয়োঃ**—দুই পক্ষ ঝগড়া করছিল;

পপ্রচ্ছুঃ—জিজ্ঞাসা করেছিলেন (তারার কাছে); **ঋষয়ঃ**—সমস্ত ঋষিগণ; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতাগণ; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **উচে**—সব কিছু বলেছিলেন; **ব্রীড়িতা**—লজ্জাবশত; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **সা**—তারা।

অনুবাদ

বৃহস্পতি এবং চন্দ্র উভয়েই দাবি করেছিলেন, "এই পুত্র আমার, তোমার নয়", এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল। সেখানে সমবেত সমস্ত ঋষি এবং দেবতারা তারাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই নবজাত শিশুটি কার, কিন্তু লজ্জায় তারা কোন উত্তর দিতে পারেননি।

শ্লোক ১২

কুমারো মাতরং প্রাহ কুপিতোঽলীকলজ্জয়া ।
কিং ন বচস্যসদ্বৃত্তে আত্মাবদ্যং বদাশু মে ॥ ১২ ॥

কুমারঃ—কুমার; **মাতরম্**—মাতাকে; **প্রাহ**—বলেছিল; **কুপিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **অলীক**—অনর্থক; **লজ্জয়া**—লজ্জাবশত; **কিম্**—কেন; **ন**—না; **বচসি**—তুমি বলছ; **অসৎ-বৃত্তে**—হে অসতী রমণী; **আত্ম-অবদ্যম্**—তুমি যে অপরাধ করেছ; **বদ**—বল; **আশু**—শীঘ্র; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

কুমার তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তার মাকে বলেছিল, "হে অসতী রমণী! বৃথা লজ্জায় কি প্রয়োজন? তুমি কেন তোমার দোষ স্বীকার করছ না? শীঘ্র তুমি আমাকে তোমার দোষের কথা বল।"

শ্লোক ১৩

ব্রহ্মা তাং রহ আহূয় সমপ্রাক্ষীচ্চ সান্ত্বয়ন্ ।
সোমস্যেত্যাহ শনকৈঃ সোমস্তং তাবদগ্রহীৎ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; **তাম্**—তাঁকে, তারাকে; **রহঃ**—নির্জন স্থানে; **আহূয়**—আহ্বান করে; **সমপ্রাক্ষীৎ**—বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **চ**—এবং; **সান্ত্বয়ন্**—সান্ত্বনা দিয়ে; **সোমস্য**—এই পুত্র সোমের; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—তিনি উত্তর দিয়েছিলেন;

শনকৈঃ—ধীরে ধীরে; **সোমঃ**—সোম; **তম্**—সেই শিশু; **তাবৎ**—তৎক্ষণাৎ; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তখন তারাকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই পুত্রটি প্রকৃতপক্ষে কার। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর দিয়েছিলেন, "এই পুত্র সোমের।" সোমদেব তৎক্ষণাৎ সেই শিশুটিকে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তস্যাত্মযোনিরকৃত বুধ ইত্যভিধাং নৃপ ।
বুদ্ধ্যা গম্ভীরয়া যেন পুত্রেণাপোডুরাণ্ মুদম্ ॥ ১৪ ॥

তস্য—সেই কুমারের; **আত্ম-যোনিঃ**—ব্রহ্মা; **অকৃত**—করেছিলেন; **বুধঃ**—বুধ; **ইতি**—এই প্রকার; **অভিধাম্**—নাম; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **গম্ভীরয়া**—গম্ভীরভাবে স্থিত; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **পুত্রেণ**—পুত্রের দ্বারা; **আপ**—তিনি পেয়েছিলেন; **উডুরাট্**—চন্দ্রদেব; **মুদম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ব্রহ্মা সেই কুমারের গম্ভীর বুদ্ধি দেখে তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বুধ'। নক্ষত্রপতি চন্দ্র সেই পুত্রের দ্বারা অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫-১৬

ততঃ পুরূরবা জজ্ঞে ইলায়াং য উদাহৃতঃ ।
তস্য রূপগুণৌদার্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্ ॥ ১৫ ॥
শ্রুত্বোর্বশীন্দ্রভবনে গীয়মানান্ সুরর্ষিণা ।
তদন্তিকমুপেয়ায় দেবী স্মরশরার্দিতা ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তাঁর থেকে (বুধ থেকে); **পুরূরবাঃ**—পুরূরবা নামক পুত্র; **জজ্ঞে**—জন্ম হয়েছিল; **ইলায়াম্**—ইলার গর্ভে; **যঃ**—যিনি; **উদাহৃতঃ**—(নবম স্কন্ধের

শুরুতে)বর্ণিত হয়েছে; **তস্য**—তাঁর (পুরূরবার); **রূপ**—সৌন্দর্য; **গুণ**—গুণাবলী; **ঔদার্য**—ঔদার্য; **শীল**—আচরণ; **দ্রবিণ**—সম্পদ; **বিক্রমান্**—শক্তি; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **উর্বশী**—উর্বশী নামক অপ্সরা; **ইন্দ্র-ভবনে**—দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়; **গীয়মানান্**—যখন তা বর্ণনা করা হচ্ছিল; **সুর-ঋষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **তৎ-অন্তিকম্**—তাঁর নিকটে; **উপেয়ায়**—সমীপবর্তী হয়েছিলেন; **দেবী**—উর্বশী; **স্মর-শর**—কামদেবের বাণের দ্বারা; **অর্দিতা**—পীড়িতা হয়ে।

অনুবাদ

তারপর বুধ থেকে ইলার গর্ভে পুরূরবা নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুরূরবার কথা নবম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। একদিন দেবর্ষি নারদ যখন দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় পুরূরবার রূপ, গুণ, ঔদার্য, স্বভাব, সম্পদ এবং বিক্রমের কথা বর্ণনা করছিলেন, তখন দেবী উর্বশী তা শ্রবণ করে কামবাণে পীড়িতা হয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭-১৮

মিত্রাবরুণয়োঃ শাপাদাপন্না নরলোকতাম্ ।
নিশম্য পুরুষশ্রেষ্ঠং কন্দর্পমিব রূপিণম্ ॥ ১৭ ॥
ধৃতিং বিষ্টভ্য ললনা উপতস্থে তদন্তিকে ।
স তাং বিলোক্য নৃপতির্হর্ষেণোৎফুল্ললোচনঃ ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা দেবীং হৃষ্টতনূরুহঃ ॥ ১৮ ॥

মিত্রা-বরুণয়োঃ—মিত্র এবং বরুণের; **শাপাৎ**—অভিশাপের ফলে; **আপন্না**—প্রাপ্ত হয়ে; **নর-লোকতাম্**—মানুষের স্বভাব; **নিশম্য**—দর্শন করে; **পুরুষ-শ্রেষ্ঠম্**—পুরুষশ্রেষ্ঠ; **কন্দর্পম্ ইব**—কামদেবের মতো; **রূপিণম্**—রূপ সমন্বিত; **ধৃতিম্**—ধৈর্য; **বিষ্টভ্য**—অবলম্বন করে; **ললনা**—সেই রমণী; **উপতস্থে**—গিয়েছিলেন; **তৎ-অন্তিকে**—তাঁর কাছে; **সঃ**—তিনি, পুরূরবা; **তাম্**—তাঁকে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **নৃপতিঃ**—রাজা; **হর্ষেণঃ**—মহা আনন্দে; **উৎফুল্ল-লোচনঃ**—যাঁর চোখ উৎফুল্ল হয়েছিল; **উবাচ**—বলেছিলেন; **শ্লক্ষ্ণয়া**—অত্যন্ত কোমল; **বাচা**—বাক্যে; **দেবীম্**—দেবীকে; **হৃষ্ট-তনূরুহঃ**—হর্ষের ফলে যাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল।

অনুবাদ

মিত্র এবং বরুণের অভিশাপে দেবী উর্বশী মনুষ্য-স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই মূর্তিমান কামদেব-স্বরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবাকে দর্শন করে উর্বশী ধৈর্য অবলম্বন-পূর্বক তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। উর্বশীকে দর্শন করে রাজা পুরূরবার নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল এবং তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তিনি সুমধুর বাক্যে উর্বশীকে বলেছিলেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীরাজোবাচ

স্বাগতং তে বরারোহে আস্যতাং করবাম কিম্ ।
সংরমস্ব ময়া সাকং রতির্নৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা (পুরূরবা) বললেন; **স্বাগতম্**—স্বাগত; **তে**—তোমাকে; **বরারোহে**—হে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা; **আস্যতাম্**—দয়া করে তুমি আসন গ্রহণ কর; **করবাম কিম্**—আমি তোমার জন্য কি করতে পারি; **সংরমস্ব**—আমার সঙ্গিনী হও; **ময়া সাকম্**—আমার সঙ্গে; **রতিঃ**—রমণ; **নৌ**—আমাদের; **শাশ্বতীঃ সমাঃ**—বহু বৎসর।

অনুবাদ

রাজা পুরূরবা বললেন—হে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা! তোমার শুভাগমন হোক। দয়া করে তুমি আসন গ্রহণ কর এবং বল আমি তোমার জন্য কি করতে পারি। তুমি আমার সঙ্গ যতদিন ইচ্ছা উপভোগ করতে পার। রমণসুখে আমাদের জীবন অতিবাহিত হোক।

শ্লোক ২০

উর্বশ্যুবাচ

কস্যাস্ত্বয়ি ন সজ্জেত মনো দৃষ্টিশ্চ সুন্দর ।
যদঙ্গান্তরমাসাদ্য চ্যবতে হ রিরংসয়া ॥ ২০ ॥

উর্বশী উবাচ—উর্বশী উত্তর দিয়েছিলেন; **কস্যাঃ**—কোন্ রমণীর; **ত্বয়ি**—আপনার প্রতি; **ন**—না; **সজ্জেত**—আকৃষ্ট হবে; **মনঃ**—মন; **দৃষ্টিঃ চ**—এবং দৃষ্টি; **সুন্দর**—

হে পরম সুন্দর পুরুষ; **যৎ-অঙ্গান্তরম্**—যাঁর বক্ষ; **আসাদ্য**—উপভোগ করে; **চ্যবতে**—ত্যাগ করে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **রিরংসয়া**—রতি সুখের জন্য।

অনুবাদ

উর্বশী উত্তর দিয়েছিলেন—হে পরম রূপবান! কোন্ স্ত্রীর চিত্ত ও দৃষ্টি আপনার প্রতি আকৃষ্ট না হয়? আপনার বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হয়ে কোন রমণী আপনার সঙ্গে রতিসুখ ভোগের সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারে না।

তাৎপর্য

যখন সুন্দর পুরুষ এবং সুন্দরী রমণী মিলিত হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, তখন ত্রিভুবনে এমন কোন্ শক্তি আছে যে, তাদের সেই কামোদ্দীপনা রোধ করতে পারে? তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৯/৪৫) বলা হয়েছে—*যস্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*।

শ্লোক ২১

এতাবুরণকৌ রাজন্ ন্যাসৌ রক্ষস্ব মানদ ।
সংরংস্যে ভবতা সাকং শ্লাঘ্যঃ স্ত্রীণাং বরঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥

এতৌ—এই দুটি; **উরণকৌ**—মেষ; **রাজন্**—হে মহারাজ পুরূরবা; **ন্যাসৌ**—অধঃপতিত হয়েছে; **রক্ষস্ব**—রক্ষা করুন; **মানদ**—অতিথিকে সম্মান প্রদানকারী; **সংরংস্যে**—আমি মৈথুন সুখ উপভোগ করব; **ভবতা সাকম্**—আপনার সঙ্গে; **শ্লাঘ্যঃ**—শ্রেষ্ঠ; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **বরঃ**—পতি; **স্মৃতঃ**—কথিত।

অনুবাদ

হে মহারাজ পুরূরবা! এই মেষ দুটি আমার সঙ্গে পতিত হয়েছে, আপনি এদের রক্ষা করুন। যদিও আমি স্বর্গলোকের এবং আপনি পৃথিবীর অধিবাসী, তবুও আমি আপনার সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করব। আপনাকে পতিরূপে বরণ করতে আমার কোন আপত্তি নেই, কারণ আপনি সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪০) উল্লেখ করা হয়েছে, *যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড-কোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্*। এই ব্রহ্মাণ্ডে নানা প্রকার গ্রহলোক এবং

বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ রয়েছে। যে স্বর্গলোক থেকে উর্বশী মিত্র এবং বরুণের অভিশাপের ফলে পতিত হয়েছিলেন, সেখানকার পরিবেশ এই পৃথিবীর পরিবেশ থেকে ভিন্ন। বস্তুতপক্ষে, স্বর্গলোকের অধিবাসীরা পৃথিবীর অধিবাসীদের থেকে অনেক উন্নত। কিন্তু তা সত্ত্বেও উর্বশী পুরূরবার সঙ্গিনী হতে সম্মত হয়েছিলেন। কোন রমণী যখন উন্নত গুণসম্পন্ন পুরুষকে প্রাপ্ত হন, তখন তাঁকে তিনি পতিরূপে বরণ করতে পারেন। তেমনই, কোন পুরুষ যখন নিম্নতর কুলোদ্ভূত রমণী প্রাপ্ত হন যার সদ্‌গুণাবলী আছে, তখন তিনি তাকে পত্নীরূপে বরণ করতে পারেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীচাণক্য পণ্ডিত বলেছেন—*স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি*। পুরুষ এবং স্ত্রী যদি সমান গুণ সমন্বিত হন, তা হলে তাঁদের মিলন উৎকৃষ্ট।

শ্লোক ২২

ঘৃতং মে বীর ভক্ষ্যং স্যান্নেক্ষে ত্বান্যত্র মৈথুনাৎ ।
বিবাসসং তৎ তথেতি প্রতিপেদে মহামনাঃ ॥ ২২ ॥

ঘৃতম্—ঘৃত বা অমৃত; **মে**—আমার; **বীর**—হে বীর; **ভক্ষ্যম্**—আহার; **স্যাৎ**—হবে; **ন**—না; **ঈক্ষে**—আমি দর্শন করব; **ত্বা**—আপনাকে; **অন্যত্র**—অন্য কোন সময়; **মৈথুনাৎ**—মৈথুনের সময় ব্যতীত; **বিবাসসম্**—বিবস্ত্র (উলঙ্গ); **তৎ**—তা; **তথা ইতি**—তেমন হবে; **প্রতিপেদে**—প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; **মহামনাঃ**—মহারাজ পুরূরবা।

অনুবাদ

উর্বশী বলেছিলেন—"হে বীর! ঘৃতে প্রস্তুত বস্তুই কেবল আমার ভোজ্য হবে এবং মৈথুনের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় আমি আপনাকে বিবস্ত্র দেখব না।" মহামনা পুরূরবা উর্বশীর সেই প্রস্তাব অঙ্গীকার করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

অহো রূপমহো ভাবো নরলোকবিমোহনম্ ।
কো ন সেবেত মনুজো দেবীং ত্বাং স্বয়মাগতাম্ ॥ ২৩ ॥

অহো—আশ্চর্যজনক; **রূপম্**—সৌন্দর্য; **অহো**—আশ্চর্যজনক; **ভাবঃ**—ভঙ্গি; **নরলোক**—মনুষ্য-সমাজে অথবা পৃথিবীতে; **বিমোহনম্**—এত আকর্ষণীয়; **কঃ**—কে; **ন**—না; **সেবেত**—গ্রহণ করতে পারে; **মনুজঃ**—মানুষদের মধ্যে; **দেবীম্**—দেবী; **ত্বাম্**—তোমার মতো; **স্বয়ম্ আগতাম্**—যে স্বয়ং এসেছে।

অনুবাদ

পুরূরবা উত্তর দিলেন—হে সুন্দরী! তোমার রূপ আশ্চর্যজনক এবং তোমার ভাবভঙ্গিও আশ্চর্যজনক। তুমি সমস্ত মানব-সমাজের মনোমুগ্ধকর। অতএব, স্বর্গলোক থেকে স্বয়ং আগতা দেবী তোমার সেবা কোন্ মানুষ না করবে।

তাৎপর্য

উর্বশীর বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, স্বর্গলোকে আহার, বিহার, আচরণ, এবং কথাবার্তার মান এই পৃথিবীর মান থেকে ভিন্ন। স্বর্গবাসীরা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কদর্য বস্তু আহার করেন না; সেখানকার সমস্ত আহারই ঘি দিয়ে প্রস্তুত হয়। সেখানে তাঁরা স্ত্রী অথবা পুরুষ কাউকেই রতিকাল ব্যতীত অন্য কোন সময় নগ্ন অবস্থায় দেখতে পছন্দ করেন না। নগ্ন অথবা নগ্নপ্রায় অবস্থায় থাকা অসভ্যতার লক্ষণ, কিন্তু এই পৃথিবীতে এখন অর্ধনগ্নভাবে কাপড় পরাটাই ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর হিপিরা তো কখনও কখনও সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েই থাকে। সেই জন্য বহু ক্লাব এবং সোসাইটি রয়েছে। স্বর্গলোকে কিন্তু এই ধরনের আচরণ অনুমোদিত হয় না। স্বর্গবাসীদের গায়ের রং এবং শরীরের গঠন অত্যন্ত সুন্দর, তাঁদের আচরণ অত্যন্ত মার্জিত, আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ এবং তাঁদের আহার সাত্ত্বিক। স্বর্গবাসী এবং মর্ত্যবাসীদের মধ্যে এগুলি কয়েকটি পার্থক্য।

শ্লোক ২৪

তয়া স পুরুষশ্রেষ্ঠো রময়ন্ত্যা যথার্হতঃ ।
রেমে সুরবিহারেষু কামং চৈত্ররথাদিষু ॥ ২৪ ॥

তয়া—তাঁর সঙ্গে; **সঃ**—তিনি; **পুরুষ-শ্রেষ্ঠঃ**—শ্রেষ্ঠ পুরুষ (পুরূরবা); **রময়ন্ত্যা**—উপভোগ করে; **যথা-অর্হতঃ**—যতদূর সম্ভব; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **সুর-বিহারেষু**—স্বর্গোদ্যান-সদৃশ স্থানে; **কামম্**—তাঁর বাসনা অনুসারে; **চৈত্ররথ-আদিষু**—চৈত্ররথ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উদ্যানে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবা চৈত্ররথ এবং নন্দনকানন প্রভৃতি দেবতাদের উপভোগ্য স্থলে রমণেচ্ছু উর্বশীর সঙ্গে তাঁর বাসনা অনুসারে রতিসুখ উপভোগ করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৫

রমমাণস্তয়া দেব্যা পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধয়া ।
তন্মুখামোদমুষিতো মুমুদেঽহর্গণান্ বহূন্ ॥ ২৫ ॥

রমমাণঃ—রতিসুখ; **তয়া**—তাঁর সঙ্গে; **দেব্যা**—দেবী; **পদ্ম**—পদ্মের; **কিঞ্জল্ক**—কেশর; **গন্ধয়া**—যাঁর গন্ধ; **তৎ-মুখ**—তাঁর সুন্দর মুখ; **আমোদ**—সৌরভের দ্বারা; **মুষিতঃ**—আমোদিত হয়ে; **মুমুদে**—উপভোগ করেছিলেন; **অহঃ-গণান্**—দিনের পর দিন; **বহূন্**—বহু।

অনুবাদ

পদ্মকেশরগন্ধা দেবী উর্বশীর মুখ এবং দেহের সৌরভে অনুপ্রাণিত হয়ে পুরূরবা বহুদিন পরম আনন্দে তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

অপশ্যন্নুর্বশীমিন্দ্রো গন্ধর্বান্ সমচোদয়ৎ ।
উর্বশীরহিতং মহ্যমাস্থানং নাতিশোভতে ॥ ২৬ ॥

অপশ্যন্—না দেখে; **উর্বশীম্**—উর্বশীকে; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **গন্ধর্বান্**—গন্ধর্বদের; **সমচোদয়ৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **উর্বশী-রহিতম্**—উর্বশী বিনা; **মহ্যম্**—আমার; **আস্থানম্**—স্থান; **ন**—না; **অতিশোভতে**—সুন্দর বলে মনে হচ্ছে।

অনুবাদ

উর্বশীকে সভায় না দেখে দেবরাজ ইন্দ্র বলেছিলেন, "উর্বশী বিনা আমার এই সভা আর সুন্দর বলে মনে হচ্ছে না।" সেই কথা বিবেচনা করে তিনি গন্ধর্বদের নির্দেশ দিয়েছিলেন উর্বশীকে স্বর্গলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে।

শ্লোক ২৭

তে উপেত্য মহারাত্রে তমসি প্রত্যুপস্থিতে ।
উর্বশ্যা উরণৌ জহ্রুর্ন্যস্তৌ রাজনি জায়য়া ॥ ২৭ ॥

তে—তাঁরা, গন্ধর্বেরা; **উপেত্য**—সেখানে এসে; **মহা-রাত্রে**—গভীর রাত্রে; **তমসি**—অন্ধকারে; **প্রত্যুপস্থিতে**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **উর্বশ্যা**—উর্বশীর দ্বারা; **উরণৌ**—

দুটি মেষ; **জহ্রুঃ**—হরণ করেছিলেন; **ন্যস্তৌ**—দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল; **রাজনি**—রাজাকে; **জায়য়া**—তাঁর পত্নী উর্বশীর দ্বারা।

অনুবাদ

মধ্যরাত্রে যখন সব কিছু গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল, তখন গন্ধর্বেরা পুরূরবার গৃহে এসে রাজার কাছে তাঁর পত্নী উর্বশীর দ্বারা গচ্ছিত মেষ দুটিকে হরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

'গভীর রাত্রে' বলতে মধ্যরাত্রে বোঝান হয়েছে। *মহানিশা দ্বে ঘটিকে রাত্রের্মধ্যমযাময়োঃ,* এই স্মৃতিমন্ত্রে মহানিশা বলতে মধ্যরাত্রে বারো ঘটিকা বোঝানো হয়েছে।

শ্লোক ২৮

নিশম্যাক্রন্দিতং দেবী পুত্রয়োর্নীয়মানয়োঃ ।
হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা ॥ ২৮ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **আক্রন্দিতম্**—(অপহৃত হওয়ার ফলে) ক্রন্দন করছে; **দেবী**—উর্বশী; **পুত্রয়োঃ**—পুত্রতুল্য সেই মেষ দুটির; **নীয়মানয়োঃ**—যখন নিয়ে যাচ্ছিল; **হতা**—নিহত; **অস্মি**—হয়েছি; **অহম্**—আমি; **কুনাথেন**—মন্দ স্বামীর রক্ষণে; **ন-পুংসা**—নপুংসকের দ্বারা; **বীর-মানিনা**—বীর অভিমানী।

অনুবাদ

উর্বশী সেই মেষ দুটিকে পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। তাই, গন্ধর্বেরা যখন তাদের অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের ক্রন্দন শ্রবণ করে উর্বশী তাঁর পতিকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, "আমি হত হলাম। এই কাপুরুষ এবং নপুংসক স্বামী আমাকে রক্ষা করতে অক্ষম অথচ তিনি নিজেকে একজন বীর বলে মনে করেন।

শ্লোক ২৯

যদ্বিশ্রম্ভাদহং নষ্টা হৃতাপত্যা চ দস্যুভিঃ ।
যঃ শেতে নিশি সন্ত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্ ॥ ২৯ ॥

যৎ-বিশ্রম্ভাৎ—যাঁর উপরে নির্ভর করার ফলে; **অহম্**—আমি; **নষ্টা**—বিনষ্ট; **হৃত-অপত্যা**—আমার পুত্র মেষ দুটি অপহৃত হয়েছে; **চ**—ও; **দস্যুভিঃ**—দস্যুদের দ্বারা; **যঃ**—যিনি (আমার তথাকথিত পতি); **শেতে**—শয়ন করে আছেন; **নিশি**—রাত্রে; **সন্ত্রস্তঃ**—ভীত হয়ে; **যথা**—যেমন; **নারী**—রমণী; **দিবা**—দিনের বেলা; **পুমান্**—পুরুষ।

অনুবাদ

"আমি তাঁর উপর নির্ভর করেছিলাম বলে, দস্যুরা আমার পুত্র মেষ দুটি অপহরণ করেছে, এবং তাই আমি বিনষ্ট হলাম। আমার পতি রাত্রিবেলায় ভয়ে শুয়ে রয়েছেন, ঠিক যেমন স্ত্রীলোকেরা ভীতা হয়ে শয়ন করে, যদিও দিনের বেলা তাঁকে পুরুষের মতো বলে মনে হয়।"

শ্লোক ৩০

ইতি বাক্‌সায়কৈর্বিদ্ধঃ প্রতোদৈরিব কুঞ্জরঃ ।
নিশি নিস্ত্রিংশমাদায় বিবস্ত্রোঽভ্যদ্রবদ্ রুষা ॥ ৩০ ॥

ইতি—এইভাবে; **বাক্‌সায়কৈঃ**—বাক্যবাণের দ্বারা; **বিদ্ধঃ**—বিদ্ধ হয়ে; **প্রতোদৈঃ**—অঙ্কুশের দ্বারা; **ইব**—সদৃশ; **কুঞ্জরঃ**—হাতি; **নিশি**—রাত্রে; **নিস্ত্রিংশম্**—খড়্গ; **আদায়**—গ্রহণ করে; **বিবস্ত্রঃ**—উলঙ্গ; **অভ্যদ্রবৎ**—বহির্গত হয়েছিলেন; **রুষা**—ক্রোধে।

অনুবাদ

হাতি যেভাবে অঙ্কুশের দ্বারা বিদ্ধ হয়, পুরূরবাও তেমনই উর্বশীর বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং বস্ত্র পরিধান না করেই রাত্রিতে খড়্গ ধারণ করে মেষ অপহরণকারী গন্ধর্বদের পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

তে বিসৃজ্যোরণৌ তত্র ব্যদ্যোতন্ত স্ম বিদ্যুতঃ ।
আদায় মেষাবায়ান্তং নগ্নমৈক্ষত সা পতিম্ ॥ ৩১ ॥

তে—তাঁরা (গন্ধর্বেরা); **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **উরণৌ**—মেষ দুটি; **তত্র**—সেখানে; **ব্যদ্যোতন্ত স্ম**—আলোকিত করেছিল; **বিদ্যুতঃ**—বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল;

আদায়—হাতে নিয়ে; **মেষৌ**—মেষ দুটি; **আয়ান্তম্**—ফিরে আসতে; **নগ্নম্**—উলঙ্গ; **ঐক্ষত**—দেখেছিলেন; **সা**—উর্বশী; **পতিম্**—তাঁর পতিকে।

অনুবাদ

গন্ধর্বেরা মেষ দুটি পরিত্যাগ করে বিদ্যুতের মতো দ্যুতিমান হয়ে পুরূরবার গৃহ আলোকিত করেছিলেন। উর্বশী তখন তাঁর পতিকে নগ্ন অবস্থায় মেষ দুটি নিয়ে ফিরে আসতে দেখতে পেলেন এবং তার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অন্তর্হিতা হলেন।

শ্লোক ৩২

ঐলোঽপি শয়নে জায়ামপশ্যন্ বিমনা ইব ।
তচ্চিত্তো বিহ্বলঃ শোচন্ বভ্রামোন্মত্তবন্মহীম্ ॥ ৩২ ॥

ঐলঃ—পুরূরবা; **অপি**—ও; **শয়নে**—শয্যায়; **জায়াম্**—তাঁর পত্নীকে; **অপশ্যন্**—না দেখে; **বিমনাঃ**—বিষণ্ণ; **ইব**—মতো; **তৎ-চিত্তঃ**—তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ায়; **বিহ্বলঃ**—বিচলিত চিত্তে; **শোচন্**—শোক করতে করতে; **বভ্রাম**—বিচরণ করেছিলেন; **উন্মত্তবৎ**—উন্মাদের মতো; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

উর্বশীকে তাঁর শয্যায় দেখতে না পেয়ে পুরূরবা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি গভীর আসক্তির ফলে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন, এবং তার ফলে শোক করতে করতে তিনি উন্মত্তের মতো পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৩

স তাং বীক্ষ্য কুরুক্ষেত্রে সরস্বত্যাং চ তৎসখীঃ ।
পঞ্চ প্রহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং পুরূরবাঃ ॥ ৩৩ ॥

সঃ—তিনি, পুরূরবা; **তাম্**—উর্বশীকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কুরুক্ষেত্রে**—কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে; **সরস্বত্যাম্**—সরস্বতী নদীর তীরে; **চ**—ও; **তৎ-সখীঃ**—তাঁর সহচরীগণ; **পঞ্চ**—পাঁচ; **প্রহৃষ্ট-বদনঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে হাসি মুখে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **সূক্তম্**—মধুর বাক্য; **পুরূরবাঃ**—রাজা পুরূরবা।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথিবী পর্যটন করতে করতে পুরূরবা একসময় সরস্বতী নদীর তীরে কুরুক্ষেত্রে পঞ্চসখী সহ উর্বশীকে দেখতে পেলেন। প্রসন্ন বদনে তিনি তখন তাঁকে মধুর বাক্যে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

অহো জায়ে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমর্হসি ।
মাং ত্বমদ্যাপ্যনির্বৃত্য বচাংসি কৃণবাবহৈ ॥ ৩৪ ॥

অহো—হে; **জায়ে**—হে প্রিয়তম পত্নী; **তিষ্ঠ তিষ্ঠ**—দাঁড়াও, দাঁড়াও; **ঘোরে**—হে পরম নিষ্ঠুর; **ন**—না; **ত্যক্তুম্**—ত্যাগ করতে; **অর্হসি**—তোমার উচিত; **মাম্**—আমাকে; **ত্বম্**—তুমি; **অদ্য অপি**—এখনও পর্যন্ত; **অনির্বৃত্য**—আমার কাছ থেকে কোন সুখ না পেয়ে; **বচাংসি**—কিছু কথা; **কৃণবাবহৈ**—কিছুক্ষণ আলাপ করি।

অনুবাদ

হে প্রিয়পত্নী! হে নিষ্ঠুর! দয়া করে দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। আমি জানি যে এখনও পর্যন্ত আমি তোমাকে সুখী করতে পারিনি, কিন্তু সেই জন্য আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয়। তুমি যদি আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে মনস্থ করে থাক, তা হলে এস, অন্তত অল্পক্ষণের জন্য আমরা কিছু কথা বলি।

শ্লোক ৩৫

সুদেহোঽয়ং পতত্যত্র দেবি দূরং হৃতস্ত্বয়া ।
খাদন্ত্যেনং বৃকা গৃধ্রাস্ত্বৎপ্রসাদস্য নাস্পদম্ ॥ ৩৫ ॥

সু-দেহঃ—অত্যন্ত সুন্দর দেহ; **অয়ম্**—এই; **পততি**—পতিত হবে; **অত্র**—এই স্থানে; **দেবি**—হে উর্বশী; **দূরম্**—গৃহ থেকে বহু দূরে; **হৃতঃ**—অপহৃত; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **খাদন্তি**—খাবে; **এনম্**—এই (শরীর); **বৃকাঃ**—শৃগাল; **গৃধ্রাঃ**—শকুনি; **ত্বৎ**—তোমার; **প্রসাদস্য**—কৃপায়; **ন**—না; **আস্পদম্**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

হে দেবী! তুমি প্রত্যাখ্যান করায় আমার সুন্দর দেহ এখানে পতিত হবে, এবং যেহেতু তা তোমার আনন্দ বিধানের উপযুক্ত নয়, তাই তা শৃগাল ও শকুনিদের আহার হবে।

শ্লোক ৩৬

উর্বশ্যুবাচ

মা মৃথাঃ পুরুষোঽসি ত্বং মা স্ম ত্বাদ্যুর্বৃকা ইমে ।
ক্বাপি সখ্যং ন বৈ স্ত্রীণাং বৃকাণাং হৃদয়ং যথা ॥ ৩৬ ॥

উর্বশী উবাচ—উর্বশী বললেন; **মা**—করবেন না; **মৃথাঃ**—আপনার প্রাণত্যাগ; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **অসি**—হন; **ত্বম্**—আপনি; **মা স্ম**—হতে দেবেন না; **ত্বা**—আপনাকে; **অদ্যুঃ**—আহার করুক; **বৃকাঃ**—বৃকগণ; **ইমে**—এই ইন্দ্রিয়গুলি (আপনার ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হবেন না); **ক্ব অপি**—কোথাও; **সখ্যম্**—সখ্য; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **বৃকাণাম্**—বৃকদের; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

উর্বশী বললেন—হে রাজন্! আপনি একজন পুরুষ, একজন বীর। সুতরাং অধৈর্য হয়ে প্রাণত্যাগ করবেন না। ধৈর্য অবলম্বন করুন। ইন্দ্রিয়রূপ বৃকগণ যেন আপনাকে ভক্ষণ না করে। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হবেন না। পক্ষান্তরে, আপনার জেনে রাখা উচিত যে, রমণীর হৃদয় বৃকদের মতো। সুতরাং তাদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা অনুচিত।

তাৎপর্য

চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়েছেন, *বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ*—"স্ত্রী এবং রাজনীতিবিদদের কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়।" আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নীত না হলে সকলেই বদ্ধ এবং পতিত, অতএব স্ত্রীলোকদের আর কি কথা, যারা পুরুষদের থেকে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। স্ত্রীলোকদের শূদ্র এবং বৈশ্যদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (*স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রাঃ*)। কিন্তু আধ্যাত্মিক স্তরে কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃত প্রাপ্ত হন, তা তিনি পুরুষ, স্ত্রী, শূদ্র অথবা যা-ই হোন না কেন, তাঁরা সকলেই সমান। তাই, উর্বশী স্বয়ং একজন নারী হলেও এবং নারীচরিত্র সম্বন্ধে অবগত থাকলেও বলেছেন যে, নারীর হৃদয় হিংস্র বৃকের মতো। পুরুষ যদি অজিতেন্দ্রিয় হয়, তা হলে সে এই প্রকার হিংস্র বৃকের শিকার হয়। কিন্তু কেউ যদি সংযতেন্দ্রিয় হন, তা হলে তাঁর হিংস্র বৃকসদৃশ নারীর শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। চাণক্য পণ্ডিতও উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি কারও পত্নী বৃকের মতো হয়, তা হলে তাঁর কর্তব্য তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করে বনে গমন করা।

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যা চাপ্রিয়বাদিনী ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥

(*চাণক্য-শ্লোক ৫৭*)

কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থদের এই প্রকার বৃকসদৃশ রমণীদের থেকে অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। গৃহে পত্নী যদি তাঁর কৃষ্ণভক্ত পতির বাধ্য এবং অনুগত হন, তা হলে সেই গৃহ ধন্য। তা না হলে গৃহত্যাগ করে বনবাসী হওয়া উচিত।

হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/৫*)

বনে গিয়ে ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৩৭

স্ত্রিয়ো হ্যকরুণাঃ ক্রূরা দুর্মর্ষাঃ প্রিয়সাহসাঃ ।
ঘ্নন্ত্যল্পার্থেঽপি বিশ্রব্ধং পতিং ভ্রাতরমপ্যুত ॥ ৩৭ ॥

স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রী; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অকরুণাঃ**—নির্দয়; **ক্রূরাঃ**—কুটিল; **দুর্মর্ষাঃ**—অসহিষ্ণু; **প্রিয়-সাহসাঃ**—নিজের সুখের জন্য তারা সব কিছু করতে পারে; **ঘ্নন্তি**—হত্যা করে; **অল্প-অর্থে**—সামান্য কারণে; **অপি**—ও; **বিশ্রব্ধম্**—বিশ্বস্ত; **পতিম্**—পতিকে; **ভ্রাতরম্**—ভ্রাতাকে; **অপি**—ও; **উত**—বলা হয়েছে।

অনুবাদ

স্ত্রীলোকেরা নির্দয় এবং কুটিল। তারা সামান্য দোষও সহ্য করতে পারে না। তাদের নিজেদের সুখের জন্য তারা যে কোন অধর্ম আচরণ করতে পারে, এমন কি তাদের বিশ্বস্ত পতি এবং ভ্রাতাকেও হত্যা করতে ভয় পায় না।

তাৎপর্য

রাজা পুরূরবা উর্বশীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও উর্বশী রাজাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। রাজা দুর্লভ মনুষ্য-জীবন লাভ করা সত্ত্বেও যে তার অপচয় করছেন, সেই কথা বিবেচনা করে উর্বশী তাঁকে নারীর চরিত্র সম্বন্ধে নিষ্কপটে উপদেশ দিয়েছিলেন। নারীর স্বভাব এমনই যে, পতির সামান্য দোষেও সে কেবল তাকে পরিত্যাগই করে না, এমন কি প্রয়োজন হলে

তাকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। পতির কি কথা, সে তার ভ্রাতাকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে। স্ত্রীচরিত্র এমনই। তাই জড় জগতে, নারীকে যদি সতী এবং পতিব্রতা হওয়ার শিক্ষা না দেওয়া হয়, তা হলে সমাজে শান্তি অথবা সমৃদ্ধি সম্ভব নয়।

শ্লোক ৩৮

বিধায়ালীকবিশ্রম্ভমজ্ঞেষু ত্যক্তসৌহৃদাঃ ।
নবং নবমভীপ্সন্ত্যঃ পুংশ্চল্যঃ স্বৈরবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

বিধায়—স্থাপন করে; **অলীক**—মিথ্যা; **বিশ্রম্ভম্**—বিশ্বাস; **অজ্ঞেষু**—মূর্খ পুরুষকে; **ত্যক্ত-সৌহৃদাঃ**—সুহৃদের সঙ্গত্যাগী; **নবম্**—নতুন; **নবম্**—নতুন; **অভীপ্সন্ত্যঃ**—বাসনা করে; **পুংশ্চল্যঃ**—যে নারী অন্য পুরুষের দ্বারা সহজেই প্রলোভিত হয়; **স্বৈর**—স্বাধীন; **বৃত্তয়ঃ**—আচরণকারী।

অনুবাদ

স্ত্রীলোকেরা সহজেই পুরুষের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়। তাই কুলটা রমণী শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বন্ধুত্ব ত্যাগ করে অজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে মিথ্যা প্রণয় স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, তারা একের পর এক নতুন নতুন প্রেমিকের অন্বেষণ করে।

তাৎপর্য

স্ত্রীলোকেরা যেহেতু সহজেই প্রলুব্ধ হয়, তাই *মনুসংহিতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত নয়। স্ত্রীলোকদের সর্বদা সংরক্ষণ করা উচিত, হয় তার পিতার দ্বারা, তার পতির দ্বারা, নয় তো পরিণত বয়স্ক পুত্রের দ্বারা। স্ত্রীলোকদের যদি পুরুষদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে দেওয়া হয়, যা এখন তারা দাবি করছে, তা হলে তারা তাদের সতীত্ব বজায় রাখতে পারবে না। স্বয়ং উর্বশীর বর্ণনা অনুসারে, নারীর স্বভাব হচ্ছে কারও সঙ্গে মিথ্যা প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তারপর একের পর এক নতুন পুরুষের সঙ্গ অন্বেষণ করা। সেই জন্য যদি তাদের ঐকান্তিক শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গও ত্যাগ করতে হয়, তাতেও তারা প্রস্তুত থাকে।

শ্লোক ৩৯

সংবৎসরান্তে হি ভবানেকরাত্রং ময়েশ্বরঃ ।
রংস্যত্যপত্যানি চ তে ভবিষ্যন্ত্যপরাণি ভোঃ ॥ ৩৯ ॥

সংবৎসর-অন্তে—প্রতি বছরের শেষে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভবান্**—আপনি; **একরাত্রম্**—কেবল এক রাত্রি; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **ঈশ্বরঃ**—আমার পতি; **রংস্যতি**—রমণসুখ উপভোগ করবেন; **অপত্যানি**—সন্তান; **চ**—ও; **তে**—আপনার; **ভবিষ্যন্তি**—উৎপন্ন হবে; **অপরাণি**—একের পর এক; **ভোঃ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্!. বৎসরান্তে কেবল এক রাত্রি আপনি আমার পতিরূপে আমার সঙ্গ সুখ উপভোগ করতে পারবেন। তার ফলে আপনার একটি একটি করে সন্তান উৎপাদন হবে।

তাৎপর্য

উর্বশী যদিও নারীচরিত্রের অশুভ দিকটি বিশ্লেষণ করেছিলেন, তবুও মহারাজ পুরূরবা তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, এবং তাই তিনি রাজাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রতি বৎসরান্তে এক রাত্রি তাঁর পত্নী হতে রাজী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪০

অন্তর্বত্নীমুপালক্ষ্য দেবীং স প্রযযৌ পুরীম্ ।
পুনস্তত্র গতোঽব্দান্তে উর্বশীং বীরমাতরম্ ॥ ৪০ ॥

অন্তর্বত্নীম্—অন্তঃসত্ত্বা; **উপলক্ষ্য**—দর্শন করে; **দেবীম্**—উর্বশীকে; **সঃ**—তিনি, রাজা পুরূরবা; **প্রযযৌ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **পুরীম্**—তাঁর প্রাসাদে; **পুনঃ**—পুনরায়; **তত্র**—সেখানে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **অব্দ-অন্তে**—এক বছর পর; **উর্বশীম্**—উর্বশীকে; **বীর-মাতরম্**—ক্ষত্রিয় পুত্রের মাতা।

অনুবাদ

উর্বশীকে গর্ভবতী বলে বুঝতে পেরে পুরূরবা তাঁর প্রাসাদে ফিরে গিয়েছিলেন। এক বছর পর আবার তিনি কুরুক্ষেত্রে বীর-প্রসবিনী উর্বশীর সঙ্গলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

উপলভ্য মুদা যুক্তঃ সমুবাস তয়া নিশাম্ ।
অথৈনমুর্বশী প্রাহ কৃপণং বিরহাতুরম্ ॥ ৪১ ॥

উপলভ্য—সঙ্গলাভ করে; **মুদা**—পরম আনন্দে; **যুক্তঃ**—যুক্ত হয়ে; **সমুবাস**—রতি ক্রিয়ায় তাঁর সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন; **তয়া**—তাঁর সঙ্গে; **নিশাম্**—সেই রাত্রি; **অথ**—তারপর; **এনম্**—রাজা পুরূরবাকে; **উর্বশী**—উর্বশী নামক রমণী; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **কৃপণম্**—দীন হৃদয়; **বিরহ-আতুরম্**—বিরহের চিন্তায় ব্যথিত।

অনুবাদ

বৎসরান্তে পুনরায় উর্বশীকে প্রাপ্ত হয়ে রাজা পুরূরবা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং এক রাত্রি তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু তারপর বিচ্ছেদের চিন্তায় রাজার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হলে উর্বশী তাঁকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৪২

গন্ধর্বানুপধাবেমাংস্তুভ্যং দাস্যন্তি মামিতি ।
তস্য সংস্তুবতস্তুষ্টা অগ্নিস্থালীং দদুর্নৃপ ।
উর্বশীং মন্যমানস্তাং সোঽবুধ্যত চরন্ বনে ॥ ৪২ ॥

গন্ধর্বান্—গন্ধর্বদের; **উপধাব**—শরণ গ্রহণ করুন; **ইমান্**—এই সমস্ত; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **দাস্যন্তি**—দান করবে; **মাম ইতি**—ঠিক আমার মতো; **তস্য**—তার দ্বারা; **সংস্তুবতঃ**—স্তব করে; **তুষ্টাঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **অগ্নি-স্থালীম্**—অগ্নি থেকে উৎপন্ন একটি নারী; **দদুঃ**—প্রদান করেছিলেন; **নৃপ**—হে রাজন্; **উর্বশীম্**—উর্বশী; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **তাম্**—তাঁকে; **সঃ**—তিনি (পুরূরবা); **অবুধ্যত**—বুঝতে পেরেছিলেন; **চরন্**—বিচরণ করার সময়; **বনে**—বনে।

অনুবাদ

উর্বশী বলেছিলেন—"হে রাজন্! আপনি গন্ধর্বদের শরণ গ্রহণ করুন, তা হলে তারা আবার আপনার কাছে আমাকে ফিরিয়ে দেবে।" তাঁর সেই উপদেশ অনুসারে রাজা স্তবস্তুতির দ্বারা গন্ধর্বদের সন্তুষ্টি-বিধান করেছিলেন, এবং তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে গন্ধর্বেরা তাঁকে ঠিক উর্বশীর মতো দেখতে অগ্নিস্থালীকে প্রদান করেছিলেন। তাঁকে উর্বশী বলে মনে করে রাজা বনে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই রমণীটি উর্বশী নন, তিনি হচ্ছেন অগ্নিস্থালী।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, পুরূরবা ছিলেন অত্যন্ত কামুক। অগ্নিস্থালীকে পাওয়া মাত্রই তিনি তাঁর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু মৈথুনের সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই রমণীটি উর্বশী নন, তিনি হচ্ছেন অগ্নিস্থালী। তা থেকে বোঝা যায় যে, কোন বিশেষ রমণীর প্রতি আসক্ত পুরুষ রতিক্রিয়ার সময় সেই রমণীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য অবগত হন। তাই পুরূরবা মৈথুনের সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে, অগ্নিস্থালী উর্বশী ছিলেন না।

শ্লোক ৪৩

স্থালীং ন্যস্য বনে গত্বা গৃহানাধ্যায়তো নিশি ।
ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি ত্রয্যবর্তত ॥ ৪৩ ॥

স্থালীম—অগ্নিস্থালীকে; **ন্যস্য**—তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে; **বনে**—বনে; **গত্বা**—প্রত্যাবর্তন করে; **গৃহান্**—গৃহে; **আধ্যায়তঃ**—ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন; **নিশি**—সারা রাত্রি; **ত্রেতায়াম্**—ত্রেতাযুগে; **সংপ্রবৃত্তায়াম্**—ঠিক শুরু হওয়ার সময়; **মনসি**—তাঁর মনে; **ত্রয়ী**—তিনটি বেদের তত্ত্ব; **অবর্তত**—প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুবাদ

রাজা পুরূরবা তখন অগ্নিস্থালীকে পরিত্যাগ করে গৃহে ফিরে এসেছিলেন, এবং সেখানে তিনি সারারাত উর্বশীর ধ্যান করেছিলেন। তাঁর ধ্যানের সময় ত্রেতাযুগ শুরু হয়েছিল, এবং তাই সকাম কর্মবাসনা পূর্ণকারী যজ্ঞ সমন্বিত বেদত্রয়ের তত্ত্ব তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কথিত আছে, *ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ*—ত্রেতাযুগে কেউ যদি যজ্ঞ করে, তা হলে তার সেই যজ্ঞের ফল লাভ হয়, বিশেষ করে বিষ্ণুযজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম পর্যন্ত লাভ করা যায়। নিঃসন্দেহে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। পুরূরবা যখন উর্বশীর ধ্যান করছিলেন, তখন ত্রেতাযুগ শুরু হয়েছিল, এবং তাই তাঁর হৃদয়ে বৈদিক যজ্ঞের তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পুরূরবা ছিলেন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত এক বিষয়ী ব্যক্তি। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান তাকে বলা হয় কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ। তাই,

তিনি তাঁর কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে মনস্থ করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ কামুক ব্যক্তিদের জন্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য। ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য কলিযুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।* যাঁরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাঁরাই কেবল জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্ত বাসনা পূর্ণ করার জন্য সংকীর্তন যজ্ঞ করেন, আর যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি লালায়িত, তারা কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে।

শ্লোক ৪৪-৪৫

স্থালীস্থানং গতোঽশ্বত্থং শমীগর্ভং বিলক্ষ্য সঃ ।
তেন দ্বে অরণী কৃত্বা উর্বশীলোককাম্যয়া ॥ ৪৪ ॥
উর্বশীং মন্ত্রতো ধ্যায়ন্নধরারণিমুত্তরাম্ ।
আত্মানমুভয়োর্মধ্যে যৎ তৎ প্রজননং প্রভুঃ ॥ ৪৫ ॥

স্থালী-স্থানম্—যে স্থানে অগ্নিস্থালীকে পরিত্যাগ করা হয়েছিল; **গতঃ**—সেখানে গিয়ে; **অশ্বত্থম্**—একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ; **শমী-গর্ভম্**—শমীবৃক্ষের গর্ভ থেকে উৎপন্ন; **বিলক্ষ্য**—দর্শন করে; **সঃ**—তিনি, পুরূরবা; **তেন**—তাঁর থেকে; **দ্বে**—দুটি; **অরণী**—যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করার কাষ্ঠ; **কৃত্বা**—তৈরি করে; **উর্বশী-লোক-কাম্যয়া**—উর্বশী যেখানে থাকেন সেই লোকে যাওয়ার বাসনায়; **উর্বশীম্**—উর্বশী; **মন্ত্রতঃ**—উপযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **অধর**—নিম্নবর্তী; **অরণিম্**—অরণি কাষ্ঠ; **উত্তরাম্**—এবং উপরের; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **উভয়োঃ মধ্যে**—দুইয়ের মধ্যে; **যৎ তৎ**—যা (তিনি ধ্যান করেছিলেন); **প্রজননম্**—পুত্ররূপে; **প্রভুঃ**—রাজা।

অনুবাদ

যখন পুরূরবার হৃদয়ে কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞের বিধি প্রকট হয়েছিল, তখন তিনি যেখানে অগ্নিস্থালীকে ত্যাগ করেছিলেন সেই স্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে, একটি শমীবৃক্ষের গর্ভ থেকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়েছে। তিনি তখন সেই বৃক্ষ থেকে একটি কাঠ নিয়ে তা থেকে দুটি অরণি তৈরি করেছিলেন। তারপর উর্বশী যেই লোকে বাস করেন সেখানে যাওয়ার বাসনায় তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করে নিম্নভাগের অরণিকে উর্বশী, উপরের অরণিকে তিনি স্বয়ং এবং মধ্যবর্তী অরণিকে পুত্ররূপে চিন্তা করতে করতে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক যজ্ঞের অগ্নি সাধারণ দেশলাই অথবা সেই ধরনের কোন উপায়ের দ্বারা প্রজ্বলিত হয় না। পক্ষান্তরে, বৈদিক যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয় অরণি বা দুটি পবিত্র কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা। তৃতীয় কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে সেই দুটি কাষ্ঠের ঘর্ষণের ফলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এইভাবে অগ্নি জ্বালাতে সফল হলে বোঝা যায় যে, সেই যজ্ঞে অনুষ্ঠানকারীর বাসনা পূর্ণ হবে। এইভাবে পুরূরবা তাঁর কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি নিম্নভাগের অরণিকে উর্বশী, উপরের অরণিকে স্বয়ং তিনি এবং মধ্যবর্তী অরণিকে তাঁর পুত্র বলে কল্পনা করেছিলেন। তিনি যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তা হচ্ছে—*শমীগর্ভাদ্ অগ্নিং মন্থ*। তেমনই আর একটি মন্ত্র হচ্ছে—*উর্বশ্যামুরসি পুরূরবাঃ*। পুরূরবা উর্বশীর গর্ভে নিরন্তর সন্তান কামনা করেছিলেন। তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল উর্বশীর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করা এবং তার ফলে সন্তান উৎপাদন করা। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তাঁর হৃদয় কাম-বাসনায় এতই পূর্ণ ছিল যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সময়েও তিনি যজ্ঞেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কথা চিন্তা না করে উর্বশীর কথা চিন্তা করছিলেন।

শ্লোক ৪৬

তস্য নির্মন্থনাজ্জাতো জাতবেদা বিভাবসুঃ ।
ত্রয্যা স বিদ্যয়া রাজ্ঞা পুত্রত্বে কল্পিতস্ত্রিবৃৎ ॥ ৪৬ ॥

তস্য—পুরূরবার; **নির্মন্থনাৎ**—মন্থনের ফলে বা ঘর্ষণের ফলে; **জাতঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **জাত-বেদাঃ**—বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে জড় ভোগের জন্য; **বিভাবসুঃ**—অগ্নি; **ত্রয্যা**—বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে; **সঃ**—অগ্নি; **বিদ্যয়া**—এই পন্থার দ্বারা; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **পুত্রত্বে**—পুত্ররূপে; **কল্পিতঃ**—কল্পিত হয়েছিল; **ত্রি বৃৎ**—তিন অক্ষর অ-উ-ম একত্রে মিলিত হয়ে ওঁ।

অনুবাদ

পুরূরবার অরণি মন্থনের ফলে অগ্নি প্রকাশিত হয়েছিল। এই অগ্নি থেকে সমস্ত জড় ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং শৌক্রজন্ম, সাবিত্র দীক্ষা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পবিত্র হওয়া যায়, যা অ-উ এবং ম এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়ে আহ্বান করা হয়। এইভাবে সেই অগ্নিকে রাজা পুরূরবার পুত্র বলে মনে করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক পন্থায় শুক্রের মাধ্যমে পুত্র লাভ করা যায়, দীক্ষার (সাবিত্র) মাধ্যমে শিষ্য লাভ করা যায়, অথবা যজ্ঞের মাধ্যমে পুত্র বা শিষ্য লাভ করা যায়। তাই অরণি মন্থনের ফলে মহারাজ পুরূরবা যখন অগ্নি উৎপাদন করেছিলেন, তখন সেই অগ্নি তাঁর পুত্র হয়েছিল। শুক্র, দীক্ষা অথবা যজ্ঞের দ্বারা পুত্র লাভ করা যায়। অ, উ এবং ম এই তিন অক্ষর সমন্বিত ওঁকার বা প্রণব এই তিন বিধির দ্যোতক। তাই *নির্মন্থনাজ্জাতঃ* পদটি ইঙ্গিত করে যে, অরণি মন্থনের ফলে একটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ৪৭

তেনাযজত যজ্ঞেশং ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
উর্বশীলোকমন্বিচ্ছন্ সর্বদেবময়ং হরিম্ ॥ ৪৭ ॥

তেন—এই অগ্নির দ্বারা; **অযজত**—তিনি পূজা করেছিলেন; **যজ্ঞ-ঈশম্**—যজ্ঞের ঈশ্বর বা ভোক্তা; **ভগবন্তম্**—ভগবান; **অধোক্ষজম্**—ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত; **উর্বশী-লোকম্**—যে লোকে উর্বশী বাস করেন; **অন্বিচ্ছন্**—সেখানে যাওয়ার বাসনা সত্ত্বেও; **সর্ব-দেব-ময়ম্**—সমস্ত দেবতাদের উৎস; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

উর্বশী যে লোকে বাস করেন সেই লোক প্রাপ্ত হওয়ার বাসনায় পুরূরবা সেই অগ্নির দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি যজ্ঞেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এইভাবে তিনি সর্বদেবময় অধোক্ষজ ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে,*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*—জীব যে লোকেই যাবার ইচ্ছা করুক না কেন, তা সবই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবানের সম্পত্তি। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। পূর্বে বহুবার আমরা বিশ্লেষণ করেছি যে, এই যুগে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য একমাত্র যজ্ঞ হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন। ভগবান যখন প্রসন্ন হন, তখন জড়-জাগতিক অথবা আধ্যাত্মিক সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* (৩/১৪) বলা

হয়েছে, *যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে যথেষ্ট বৃষ্টি হয়। পর্যাপ্ত বৃষ্টি হওয়ার ফলে পৃথিবী সব কিছু উৎপাদনের উপযুক্ত হয় (*সর্বকামদুঘা মহী*)। কেউ যদি যথাযথভাবে ভূমির সদ্ব্যবহার করতে পারে, তা হলে তা থেকে শস্য, ফল, ফুল, শাক-সবজি ইত্যাদি জীবন ধারণের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জড় সম্পদের জন্য যা কিছু পাওয়া যায় তা সবই উৎপন্ন হয় পৃথিবী থেকে, এবং তাই বলা হয়েছে, *সর্বকামদুঘা মহী* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১০/৪)। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সব কিছুই সম্ভব। তাই পুরূরবা যদিও জড়-জাগতিক কোন কিছু লাভের বাসনায় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তবুও সেই যজ্ঞ ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিল। ভগবান হচ্ছেন অধোক্ষজ—তিনি পুরূরবা এবং অন্য সকলেরই জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত। জীবের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কোন না কোন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। মানব-সমাজ যখন বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিভাগ অনুসারে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভক্ত হয়, তখনই কেবল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। এই প্রকার নিয়ন্ত্রিত পন্থা ব্যতীত কেউই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে না এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান ব্যতীত কোন জড়-জাগতিক পরিকল্পনা মানব-সমাজকে কখনই সুখী করতে পারে না। তাই সকলেরই কর্তব্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানে উৎসাহী হওয়া। এই কলিযুগের যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ বা এককভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। তার ফলে মানব-সমাজের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হবে।

শ্লোক ৪৮

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাঙ্ময়ঃ ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ ॥ ৪৮ ॥

একঃ—একমাত্র; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পুরা**—পুরাকালে; **বেদঃ**—দিব্যজ্ঞানের গ্রন্থ; **প্রণবঃ**—ওঁকার; **সর্ব-বাক্-ময়ঃ**—সমস্ত বৈদিক মন্ত্র সমন্বিত; **দেবঃ**—ভগবান; **নারায়ণঃ**—একমাত্র নারায়ণ (সত্যযুগের পূজ্য); **ন অন্যঃ**—অন্য কেউ; **একঃ অগ্নিঃ**—একমাত্র অগ্নি; **বর্ণঃ**—হংস নামক বর্ণ; **এব চ**—এবং নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

সত্যযুগে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র বীজভূত প্রণবে নিহিত ছিল। অর্থাৎ, অথর্ব বেদই কেবল সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস ছিল। ভগবান শ্রীনারায়ণ ছিলেন একমাত্র

আরাধ্য; তখন দেব-দেবীদের পূজা করার কোন নির্দেশ ছিল না। অগ্নি ছিল কেবল একটি, এবং মানব-সমাজে একমাত্র বর্ণ ছিল হংস।

তাৎপর্য

সত্যযুগে *বেদ* ছিল কেবল একটি, চারটি নয়। পরে কলিযুগের আরম্ভে এই এক অথর্ববেদ (মতান্তরে কেউ কেউ বলেন যজুর্বেদ), মানব-সমাজের সুবিধার্থে সাম, যজুঃ, ঋক্ এবং অথর্ব—এই চারটি ভাগে বিভক্ত হয়। সত্যযুগের একমাত্র মন্ত্র ছিল ওঁকার (ওঁ তৎ সৎ)। এই ওঁকারই হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ না হলে ওঁকার উচ্চারণ করে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায় না। কিন্তু এই কলিযুগে প্রায় সকলেই শূদ্র, এবং তাই তারা প্রণব বা ওঁকার উচ্চারণের অযোগ্য। তাই শাস্ত্রে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওঁকার একটি মন্ত্র বা মহামন্ত্র, এবং হরেকৃষ্ণও মহামন্ত্র। ওঁকার উচ্চারণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবাসুদেবকে সম্বোধন করা (*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*), এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনেরও উদ্দেশ্য সেই একই। *হরে*—'হে ভগবানের শক্তি!' *কৃষ্ণ*—'হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ!' *হরে*—'হে ভগবানের শক্তি!' *রাম*—'হে ভগবান, হে পরম ভোক্তা!' ভগবান শ্রীহরিই একমাত্র আরাধ্য, যিনি হচ্ছেন সমস্ত *বেদের* চরম লক্ষ্য (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। দেবতাদের পূজা করার ফলে ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গের পূজা হয়; তা অনেকটা গাছের ডালপালায় জল দেওয়ার মতো। কিন্তু ভগবান শ্রীনারায়ণের পূজা ঠিক গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার মতো। তার ফলে গাছের কাণ্ড, ডালপালা, পাতা ইত্যাদি সব কিছুতেই জল দেওয়া হয়ে যায়। সত্যযুগের মানুষেরা জানতেন কিভাবে ভগবান শ্রীনারায়ণের আরাধনা করার ফলে জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করা যায়। এই কলিযুগেও *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ অনুসারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সেই উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। *কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।* কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সমস্ত জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং তার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৪৯

পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ ।
অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্বমেয়িবান্ ॥ ৪৯ ॥

পুরূরবসঃ—মহারাজ পুরূরবা থেকে; **এব**—এইভাবে; **আসীৎ**—হয়েছিল; **ত্রয়ী**—বেদের তিনটি কাণ্ড কর্ম, জ্ঞান এবং উপাসনা; **ত্রেতা-মুখে**—ত্রেতাযুগের শুরুতে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **অগ্নিনা**—কেবল যজ্ঞাগ্নি উৎপাদন করার ফলে; **প্রজয়া**—তাঁর পুত্রের দ্বারা; **রাজা**—মহারাজ পুরূরবা; **লোকম্**—লোকে; **গান্ধর্বম্**—গন্ধর্বদের; **এয়িবান্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ত্রেতাযুগের শুরুতে রাজা পুরূরবা কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞের সূত্রপাত করেছিলেন। এইভাবে পুরূরবা, যিনি যজ্ঞাগ্নিকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন, তাঁর বাসনা অনুসারে তিনি গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সত্যযুগে নারায়ণের আরাধনা করা হত ধ্যানের দ্বারা (*কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুম্*)। বস্তুতপক্ষে, সকলেই সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা নারায়ণের ধ্যান করেছিলেন এবং ধ্যানের এই পন্থার দ্বারা সর্বসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী যুগ ত্রেতাযুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল (*ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ*)। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে—*ত্রয়ী ত্রেতামুখে*। কর্মকাণ্ডকে সাধারণত বলা হয় সকাম কর্ম। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের শুরুতে ত্রেতাযুগে এইভাবে প্রিয়ব্রত প্রভৃতির দ্বারা সকাম কর্মের অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়েছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'উর্বশীর দ্বারা মোহিত রাজা পুরূরবা' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।